গোয়াইরানের যুদ্ধ এবং কথিত “শেষ ঘাঁটি”

বীরত্বপূর্ণ গোয়াইরানের যুদ্ধ সম্পর্কিত এই সংখ্যাটি আমরা সেখান থেকেই শুরু করবো, যেখানে ক্রুসেডাররা দাওলাতুল ইসলামের পরিসমাপ্তির ঘোষণা দিয়েছিলো। যেই ভূমিকে তারা সর্বসম্মতিক্রমে নামকরণ করেছিল “শেষ ঘাঁটি” বলে। যেখানে সংঘটিত হয়েছিলো বাগুযের মহাযুদ্ধ। আজকের দৃশ্যপটের সূচনালগ্ন থেকেই আমরা যার ছায়া দেখতে পাচ্ছি।

একেবারেই অত্যুক্তি হবে না যদি আমরা বলি যে, এটি বাগুযের বন্দীদেরই প্রতিশোধস্বরূপ। কেননা বাগুযের বীরপুরুষেরাই তো ছিলেন এই যুদ্ধ পরিচালনাকারী ও এর মূল কারিগর। কে পারবে এমন গৌরব ও অবিচলতার নজির আরেকটি দেখাতে? তারা তাদের সবরের ফলাফল পেয়েছেন। আর আল্লাহ সবরকারীদেরকে ভালোবাসেন।

সর্বাধিক সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্বলিত কারগারটিতে হামলা করেন মাত্র বারো জন ইনগিমাসী সৈনিক, অথচ মুরতাদদের চোখে তারা ছিলেন শত-শত। বন্দীরা নিজেরাই নিজেদের মুক্ত করেছেন, আর যারা তাদের বন্দী করেছিলো তাদেরকেই বন্দিত্বের শিকল পরিয়ে দিয়েছেন। যোদ্ধারা মৃত্যুর বায়াত নিয়েছেন অন্যদের জীবন রক্ষা করার জন্য। আনসার ও মুহাজিররা সবাই মিলে আপন ভাইদের মুক্ত করার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।এরা একদল নির্ভীক সৈনিক, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে রব বলে মানেন না এবং জান্নাত ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে মূল্যবান মনে করেন না। তাদের কমান্ডারগণ তাদেরকে স্বযত্নে গড়ে তুলেছেন নববী মানহাজ ও সালাফদের জীবনচরিতের আলোকে। যার ফলে তারা হতে পেরেছেন অগ্রবর্তীদের যোগ্য উত্তরসূরী। এমন এক সম্মান, যা অনেকেই কামনা করে, কিন্তু একমাত্র সত্যবাদীরা ছাড়া কেউ তা অর্জন করতে পারে না।

তাদের কৃতিত্বের বর্ণনা দেওয়ার মতো কোনো ভাষা আমাদের নেই। কোন শব্দমালা পারবে তাদের রক্তের অধিকার পূর্ণ করতে? হ্যাঁ, পারবে শুধু মহান রবের বাণীসমূহ। সেখানেই আমরা খুঁজে পাবো তাদের কৃতিত্বের বর্ণনা। কারণ, এই আয়াতগুলোই তো তাদের চালিকাশক্তি। এগুলো তিলাওয়াত করে করে তারা রাত্রিজাগরণ করেন। পথনির্দেশনাও লাভ করেন এখান থেকেই। তাওহীদ ব্যতীত সমস্ত বাতিল দ্বীনকে তারা বর্জন করেছেন। তাওহীদের ইয়াক্বিন রপ্ত করার পর তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, জিহাদ ব্যতীত এই দ্বীনকে হেফাজত করার বিকল্প কোন পন্থা নেই। অতঃপর তারা জিহাদের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোতে ভিড় জমালেন, যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করলেন এবং সমস্ত বাতিল উপাস্যকে যুদ্ধের অগ্নিশিখায় দগ্ধ করলেন; হোক তা কোন পাথর কিংবা লোহার মূর্তি, বা কোন মনুষ্য তাগুত।

আল্লাহ ﷻ বলেন: {মু'মিনদের মধ্যে কতক পুরুষ আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে।অতঃপর তাদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছে আর কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। এবং তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি।} [আল-আহযাব:২৩] মুফাসসিরগণ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: {মু'মিনদের মধ্যে কতক পুরুষ আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে} অর্থাৎ, তারা তা পরিপূর্ণ করেছে এবং সর্বোত্তমভাবে তা পরিপূর্ণ করেছে, অতঃপর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তারা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে এবং তাঁর আনুগত্যে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছে। {অতঃপর তাদের কেউ কেউ নিজ কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছে} অর্থাৎ, তারা তাদের প্রতিজ্ঞা সম্পন্ন করেছে এবং তাদের ওয়াদা পরিপূর্ণ করেছে। অতঃপর তারা সবরের সাথে জিহাদ করে গেছে শাহাদাত বরণ করার আগপর্যন্ত। {আর কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে} অর্থাৎ, তারা আল্লাহর প্রতিশ্রুত বিজয় কিংবা পূর্ববর্তীদের মতো শাহাদাত লাভের প্রতীক্ষা করছে। {এবং তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি} অর্থাৎ, তারা তাদের দ্বীনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-সংশয় পোষণ করেনি এবং তাদের কৃত অঙ্গীকারে কোনো পরিবর্তন ঘটায়নি।

হ্যাঁ, শুধুমাত্র আল্লাহর আয়াতসমূহই পারে বারা বিন মালিক, উমাইর বিন হামাম ও সাম্মাক বিন খারশা রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের বংশধর এবং কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকা তাদের অনুসারীদের যথার্থ গুণকীর্তন করতে।বিশ্ববাসী এ দৃশ্য দেখে হতবিহ্বল হয়ে গেছে। যে মুমিন দলটিকে ক্রুসেডার ও মুরতাদরা বাগুযের “শেষ ঘাঁটি”তে নিঃশেষ করে দিয়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছিলো, তারাই আজ নতুন করে তাদের উপর চড়াও হয়েছে এবং তাদের সর্বাধিক নিরাপত্তা বেষ্টিত অঞ্চলে আঘাত করেছে। শত্রুরা এতটাই নাজেহাল ছিলো যে, তারা হ-য-ব-র-ল বিবৃতি দিতে শুরু করেছে। কেউ সন্দেহ পোষণ করছে, তো কেউ অস্বীকার করছে। একজন অবাক হয়ে গেছে, তো আরেকজন বিস্ময়বোধ করছে। এদিকে হৃদয়ে ক্রোধের রক্তক্ষরণ হচ্ছে বিদ্বেষপরায়ণদের। মুনাফিকদের কপালেও চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। আর কিছু লোক নাকে খত দিয়ে চেঁচামেচি করছে আর বলছে, ‘তারা ফিরে এসেছে! তারা আবারও এসেছে!’অন্যদিকে আল্লাহর এ অনুগ্রহ, রহমত ও তাওফীক দেখে মুমিনরা তো খুশিতে আত্মহারা। গোয়াইরানের যুদ্ধ একটি জটিল সামরিক ও নিরাপত্তামূলক যুদ্ধ তো বটে; তা ছিল একটি দৃঢ় বিশ্বাসের যুদ্ধ। আর আল্লাহর অনুগ্রহে দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ এ যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। কেননা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, বিজয় ও সাফল্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে এবং মৃত্যু শুধুমাত্র মহান আল্লাহর হাতে। সম্মুখে অগ্রসর হওয়া মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে না, পিছিয়ে থাকাও মৃত্যুকে পিছিয়ে দেয় না। কেননা মৃত্যুর সময় সুনির্ধারিত। আল্লাহ ﷻ বলেন: {আর আল্লাহর আদেশ এবং নির্ধারিত সময় আসা ব্যতীত কেউই মৃত্যুমুখে পতিত হয়না} [আলে ইমরান:১৪৫] ইমাম কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: “এটি লোকদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহস্বরূপ এবং একটি ঘোষণা যে, প্রত্যেককেই মৃত্যুবরণ করতে হবে; সে নিহত হয়ে মারা যাক বা অন্যভাবে মারা যাক”। ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন: “জিহাদে অগ্রসর হওয়া কিংবা তা থেকে পিছিয়ে থাকা আয়ুর কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি করে না”।

এই জিহাদী আকিদাহ নিয়েই খিলাফাহর সৈনিকগণ বেঁচে থাকেন। যে আকিদাহ শিক্ষা দেয়, মৃত্যু তাকদিরে লিখা সুনির্দিষ্ট সময়ে হবেই হবে, এমনকি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। ফলে তারা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হন এবং মৃত্যুকে খুঁজে বেড়ান প্রত্যেক সম্ভাব্য স্থানে। তারা বিশ্বাস করেন, তাদের এই আত্মবিসর্জন হলো মুসলিম উম্মাহকে রাসূলের আদর্শে ফিরিয়ে আনার একটি উপায়। তাই তো তারা সন্তুষ্টচিত্তে সাড়া দেন মৃত্যুর আহ্বানে। তারা নিহত হন মুসলিম উম্মাহর দেহে প্রাণের সঞ্চার করে দিতে, তাদের রক্তের মাধ্যমে যেন মুসলিম উম্মাহর দেহে নতুন করে প্রাণবায়ুর সঞ্চালন শুরু হয়। যার সত্যায়ন করে মহান আল্লাহর বাণী: {হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন সে বস্তুর দিকে, যা তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চালন করে।} [আল-আনফাল:২৪]

খিলাফাহর সৈনিকগণ সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন, যা তাদের মুসলিম ভাইদের অন্তরে প্রাণসঞ্চালন করবে। অতঃপর তারা উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, কারাপ্রাচীরসমূহ গুড়িয়ে দিয়েছেন এবং বর্মহীন শরীরে অসীম সাহসীকতা দেখিয়ে মুরতাদদের ভিড়ে ইনগিমাসী হামলা করেছেন। আর এদিকে ইয়াক্বিন শূন্য সংশয়বাদী মুনাফিকরা এসব যুদ্ধকে “ষড়যন্ত্রমূলক নাটক”সহ আরো বহু বিশেষণে বিশেষায়িত করতে থাকে।

নিশ্চয়ই এ যুদ্ধ ইয়াক্বিন ও দৃঢ় বিশ্বাসের যুদ্ধ। যে ইয়াক্বিনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় মৃত্যুর উপর বায়াতবদ্ধ যোদ্ধাদের মাঝে। যখন তারা শ্লোগান তুলেছিলেন: “শাহাদাত চাই, বেঁচে থাকা নয়” এবং অঙ্গীকার করেছিলেন, তারা হয় এই যুদ্ধ থেকে মুক্ত-স্বাধীন হয়ে বের হবেন, নয়তো আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে শাহাদাত বরণ করবেন। আমরা মনে করি তারা তাদের বায়াত পূর্ণ করেছেন, এবং আল্লাহই তাদের হিসাব গ্রহণ করবেন। অতঃপর তাদের একাংশ বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যান; যার উত্তরাধিকার আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে দান করেন। আরেকটি অংশ পিছু না হটে সম্মুখপানে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান। আমরা মনে করি তারা ছিলেন আল্লাহকে দেওয়া তাদের প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সত্যবাদী। আর বাকিরা অপেক্ষা করছে দুটি কল্যাণের যেকোনো একটির জন্য; হয় বিজয় নয়তো শাহাদাহ।

আবারো ফিরে যাই কথিত সেই “শেষ ঘাঁটি” বাগুযের প্রসঙ্গে। পৃথিবীর বুকে দাওলাতুল ইসলাম ছাড়া এমন কোন রাষ্ট্র আছে কি, যেটাকে প্রতিবছরই তার শত্রুরা এক-দুই বার নিঃশেষ হয়ে গেছে বলে ঘোষণা দেয়, কিন্তু তারপরও তারা উপলব্ধি করে না এবং তাওবাও করে না? এমনটাই হয়ে আসছে বাগুযের “শেষ ঘাঁটি” থেকে শুরু করে আজ অবধি। অবশেষে সংঘটিত হলো গোয়াইরানের যুদ্ধ। যে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ একই সাথে কারাপ্রাচীর গুড়িয়ে দেওয়া এবং শক্তিক্ষয়ের লড়াইয়ের সমন্বয় সাধন করেছে। যে যুদ্ধে দাওলাতুল ইসলামের উমারাগণ তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বন্দীমুক্তির আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। সত্যবাদিতার প্রমাণ ও অঙ্গীকার পূরণের সাক্ষী হিসেবে তারা রক্ত বিসর্জনের বিকল্প কিছু খুঁজে পাননি। তাই তো প্রতিদান দিবসের মালিক মহান রবের জন্য রক্ত বিসর্জন দিতে কোন কার্পণ্য ছিলো না তাদের।

পরিশেষে বিশ্বের সকল মুসলিম বন্দীদের উদ্দেশ্য বলবো, এটা কোন গোপনীয় বিষয় নয় যে গোয়াইরানের যুদ্ধ প্রতিশোধ ও বিজয়ের একটি অধ্যায় মাত্র। আরও অনেক অধ্যায় এখনো বাকি রয়ে গেছে। কাজেই আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং কল্যাণের আশা রাখুন। আর খলিফা আবু বাকর আল-বাগদাদী তাক্বাব্বালাহুল্লাহর অসিয়ত স্মরণে রাখুন। যিনি আপনাদের উদ্দেশ্য বলেছিলেন: “আল্লাহর কসম আমরা আপনাদের ভুলে যাইনি। আমাদের উপর আপনাদের হক্ব রয়েছে। আপনাদের মুক্তির ব্যাপারে আমরা কোন প্রচেষ্টা বাদ রাখবো না। কাজেই আপনারা আপনাদের অঙ্গিকারের উপর অবিচল থাকুন। আর মহান আল্লাহর নিকট কাতরকণ্ঠে আশ্রয়প্রার্থনা ও দোয়ার মাধ্যমে আপনাদের মুজাহিদ ভাইগণকে সহযোগিতা করুন। কেননা সবকিছুই আল্লাহর হাতে। তিনিই বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন। নিশ্চয়ই একবারের কষ্ট কখনো দুইবারের সুখের উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। এবং আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।